Vol -III, Issue-9, AAROGYA KATHA, D.L. No. 107, Dated - 26/05/2014

দ্রুত শনাক্তকরণই হতে পারে

যে কোনও স্পাইনাল সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি

Dr. Partha P Bishnu
MS, MCh (Neurosurgery) G B PANT, New Delhi
Senior Consultant
Department of Neurosciences (Brain & Spine)
NH, R N Tagore Hospital (RTIICS), Kolkata - 99
✆98308 34566
email : partha.bishnu.dr@nhhospitals.org
web : www.neurosurgeryindia.co.in

কেস - ১

দমদম নিবাসী ৪৪ বছর বয়সী দিলীপ দত্ত (নাম পরিবর্তিত) দীর্ঘদিন ধরে কোমরের ও পায়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। ইদানিং ব্যথার তীব্রতা অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ঝুঁকে হাঁটছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেও অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না তিনি ঠিক কোথায় এবং কোন চিকিৎসকের কাছে যাবেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নিউরো স্পাইন ক্লিনিকে (RN Tagore Hospital) - এ ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উনি দিলীপ বাবুর শারীরিক পরীক্ষার পর এম আর আই-এর পরামর্শ দেন। পরীক্ষায় দেখা যায় ওনার L4-5 Disc Prolapse বা লার্জ স্লিপ ডিস্ক হয়েছে যা দিলীপবাবুর শারীরিক অক্ষমতার কারণ। এরপর ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু ওনার মিনিমালি অ্যাকসেস পদ্ধতিতে মাইক্রো সার্জারি করেন। অপারেশনের ২৪ ঘন্টা পরে উনি ব্যথা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেন। বর্তমানে দিলীপবাবু সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সোজা হয়ে চলাফেরা ও দাঁড়াতেও সক্ষম।

কোমরের ব্যথার কারণ কী -

কোমরের ব্যথার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল স্লিপ ডিস্ক, টিউমার, টিবি, কোনও দুর্ঘটনাজনিত আঘাত। আমাদের শরীরে শিরদাঁড়া হাড় সহযোগে তৈরি যার মধ্যে ইলাস্টিক টিস্যু (Disc) থাকে। এটি স্প্রিং এর মতো কাজ করে এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করে। এরই মধ্যে থাকে নার্ভ, যার উপর প্রভাব পড়লে প্রধানত ব্যথা হয়ে থাকে। এই ডিস্কের মধ্যে ক্রমাগত ক্ষয়ের কারণেই স্পন্ডিলোসিস দেখা দেয়। তখন ব্যথা এবং যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হয় ও নার্ভের উপর আবার এর প্রভাব পড়ে। দীর্ঘদিন ব্যথা বা যন্ত্রণা থাকলে তা থেকে পায়ে প্যারালাইসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেই কারণে প্রাথমিক পর্যায়েই এই রোগের শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি।

শনাক্তকরণ -

- শিরদাঁড়ায় বা কোমরে ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভূত হলে প্রথমেই উচিত একজন নিউরোস্পাইনসার্জনের সঙ্গে পরামর্শ করা।
- সমস্যা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সবথেকে নির্ভরযোগ্য উপায় এম আর আই (Special MRI Scan)। এই পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যায় কোমরের যন্ত্রণার কারণ কী।

কোমরে ব্যথা ও স্পাইনের ব্যথার চিকিৎসা -

সব কোমরের ব্যথায় সার্জারির দরকার হয় না। বর্তমানে নিউরো স্পাইন প্রোগ্রাম, স্পাইন কেয়ার গাইডলাইন এবং সেফটি প্রোটোকলের সাহায্যে এই সমস্যাকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে। সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন। যদি রোগীর বড় স্লিপ ডিস্ক, টিউমার, টিবি ইত্যাদি হয় তখন মাইক্রোসার্জারি দ্বারা চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতির সাফল্য তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি এবং রোগী দ্রুত সেরেও ওঠেন। **নার্ভের উপর যদি অতিরিক্ত চাপ দেখা যায় তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনওই দেরি করা উচিত নয়। এই রোগ ফেলে রাখলে তা থেকে প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা দেখা দেয় কারণ একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে চিকিৎসার ফল আশানুরূপ হয় না। এই প্রোগ্রামগুলি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে (ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন) যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।**

পা-এ এবং পিঠে অত্যন্ত যন্ত্রণা হওয়ার জন্য রোগী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। সার্জারির পর তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করেছেন।

সার্জারি কখন প্রয়োজন?

- যখন রোগীর ডিস্ক একেবারেই ক্ষয় হয়ে যায় অর্থাৎ শিড়দাঁরার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, থেরাপির সাহায্যেও কোনও ফল হয় না তখন সার্জারির প্রয়োজন।
- রোগী যদি প্রথমেই পায়ে অতিরিক্ত যন্ত্রণা নিয়ে আসেন এবং এম আর আই করে দেখা যায় নার্ভের ওপর যথেষ্ট প্রেশার রয়েছে তখন সার্জারির প্রয়োজন।
- ব্লাডার এবং বাওয়েল-এ (মূত্র এবং মল) অসুবিধা দেখা দিলেও সার্জারি করা অবশ্যই প্রয়োজন।

কোমরের ব্যথার চিকিৎসায় কোন সার্জারি করা হয়?

সার্জারির প্রয়োজন আছে কিনা তা সম্পূর্ণভাবেই রোগী এবং তার অবস্থার ওপর নির্ভর করে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগী সঠিক তত্ত্বাবধানে থাকলে সার্জারি ছাড়াই সেরে উঠতে পারেন, কারণ এইসব ক্ষেত্রে ওষুধও অনেক সময় ভাল কাজ দেয়। **যদি সার্জারির প্রয়োজন হয় তখন মাইক্রোসার্জারি বা মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি করা হয়, কারণ স্পাইনের চিকিৎসায় এই পদ্ধতিতেই সব থেকে ভালো ফল পাওয়া যায় এবং এই পদ্ধতিতে পুরোপুরিভাবে নিরাময়ও হয়।**

কেস - ২

মিতালি দে (নাম পরিবর্তিত)। বয়স ২২ বছর। শ্রীরামপুর নিবাসী কলেজ পাঠরতা ছাত্রীটি মাঝে মধ্যেই কোমরের যন্ত্রণায় কষ্ট পেত। পেটেও ব্যথা থাকার জন্য দীর্ঘদিন তার পেটের ব্যথার চিকিৎসা চলে। এভাবে বেশ কিছু দিন সুস্থ থাকার পর কোমরের যন্ত্রণার তীব্রতা পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সঙ্গে পা-এ প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মিতালি হাঁটাচলার ক্ষমতা হারায় ও সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এর কিছুদিন পরে তার পরিবারের লোকজন নিউরো স্পাইন সার্জন ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মিতালিকে দেখে তিনি এম আর আই (Special MRI Scan) করার পরামর্শ দেন। পরীক্ষায় দেখা যায় ওর শিরদাঁড়ার লাম্বার এরিয়াতে একটি বড় L1-2 টিউমার (SCHWANOMMA) হয়েছে। এরপর ডাক্তারবাবু দ্রুত সার্জারির সিদ্ধান্ত নেন এবং মাইক্রো (মিনিমাল অ্যাকসেস) সার্জারি করেন। অপারেশনের পরের দিন থেকেই মিতালি হাঁটতে শুরু করে ও তার পায়ের প্যারালাইসিসও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়। বর্তমানে সে আবার নিয়মিত কলেজ যাতায়াত করছে।

স্পাইনাল টিউমার -

স্পাইনাল টিউমার হল একটি মাংসপিন্ড (Mass) যা স্পাইনাল কর্ড বা শিরদাঁড়ার মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি অনেক সময় ক্যানসারাস আবার অনেক সময় নন-ক্যানসারাস হয়ে থাকে। স্পাইনাল টিউমারের ফলে নার্ভের উপর চাপ পড়তে থাকে ফলে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, হাঁটা-চলার অসুবিধা কিংবা অকেজো হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক বা বাচ্চা যে

কোমরের নিচ থেকে অতিরিক্ত যন্ত্রণার কারণে রোগীর পা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছিল। সার্জারির পর বর্তমানে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং রোগী সুস্থভাবে হাঁটাচলা করতে সক্ষম হয়েছেন।

কোনও কারোরই এই সমস্যা হতে পারে।

স্পাইনাল কর্ড টিউমার বা এই ধরনের মাংসল বৃদ্ধির কারণে রোগীর শরীরে যন্ত্রণা, নিউরোলজিকাল সমস্যা বা অনেক সময় প্যারালাইসিস হতে দেখা যায়।

শনাক্তকরণ -

স্পাইনাল টিউমারটি বিনাইন না ম্যালিগনেন্ট তা জানার জন্য রোগীর মেরুদন্ডের MRI এবং PET স্ক্যান করা হয়।

চিকিৎসা -

স্পাইনাল টিউমারগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিনাইন হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়যোগ্য।

এর চিকিৎসা সাধারণত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাইক্রোসার্জারির মাধ্যমে করা হয়। এর ফলে সাধারণত নার্ভ কখনওই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

সার্জারি কখন প্রয়োজন -

- যখন রোগীর ডিস্ক একেবারেই ক্ষয় হয়ে যায় অর্থাৎ শিরদাঁড়ার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, থেরাপির সাহায্যেও কোনও ফল হয় না তখন সার্জারির **(MICRO SURGERY/ MINIMALLY INVASIVE SPINE SURGERY)** প্রয়োজন।
- রোগী যদি প্রথমেই অতিরিক্ত যন্ত্রণা নিয়ে আসেন এবং MRI করে দেখা যায় নার্ভের ওপর যথেষ্ট প্রেশার রয়েছে তখন সার্জারির প্রয়োজন।
- ব্লাডার এবং বাওয়েল-এ (মল এবং মূত্র) অসুবিধা দেখা দিলেও সার্জারি করা অবশ্যই প্রয়োজন।

নার্ভের উপর যদি অতিরিক্ত চাপ দেখা যায় তাহলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে কখনওই দেরি করা উচিত নয়। এই রোগ ফেলে রাখলে তা থেকে প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা দেখা দেয় কারণ একবার প্যারালাইসিস হয়ে গেলে চিকিৎসার ফল আশানুরূপ হয় না। এই প্রোগ্রামগুলি ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে (ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন) যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

সতর্কতা -

- জীবনযাত্রার পরিবর্তন
- বিভিন্ন নিউরো স্পাইন কেয়ার প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করা, সেখানে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয় যা মেনে চললে এই সমস্যাগুলি থেকে অনেকটাই মুক্তিলাভ সম্ভব।

বর্তমানে কলকাতায় মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি কতটা নিরাপদ এবং আধুনিক?

দু'দশক আগেও কলকাতায় মিনিমালি ইনভেসিভ ব্রেন এবং স্পাইন সার্জারি এত উন্নত ছিল না। কিন্তু এখন কলকাতায় এই সার্জারি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করা হয়ে থাকে, এককথায় নিরাপদ পরিবেশে অত্যাধুনিক পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে।

সাক্ষাৎকার ঃ ইন্দ্রানী ঘোষ

সাফল্যের কারণ

- উন্নতমানের নিউরোসায়েন্সেস ডিপার্টমেন্টে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্রেন ও স্পাইনাল ডিসঅর্ডারের সুচিকিৎসা উপলব্ধ
- উন্নতমানের নিউরো-ডায়াগনস্টিক নিউরোসায়েন্স বিভাগের টিমওয়ার্ক
- ক্রিটিকাল নিউরো সার্জিকাল রোগীদের ক্ষেত্রে ইমারজেন্সি কেয়ার ও মাল্টিডিসিপ্লিনারি ক্রিটিকাল কেয়ার ২৪ ঘন্টা
- অত্যাধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে সবধরনের নিউরোলজিকাল সমস্যার সমাধান
- ২৪ x ৭ এমার্জেন্সি পরিষেবা উপলব্ধ
- এখানে বিশ্বমানের প্রোটোকল মেনে চলা হয় অর্থাৎ এমার্জেন্সি অবস্থা থেকেই রোগীর নিউরো কার্ডিয়াক চিকিৎসা শুরু করা হয়। আর্ন্তজাতিকমানের সার্জিকাল টিম এবং যথাযথ অপারেশন
- সেফটি প্রোটোকলস
- অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
- নিউরো রিহ্যাব
- অ্যাডভান্সড মনিটরিং ও পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার
- একই ছাদের তলায় কম্প্রিহেনসিভ ক্যানসার কেয়ার।

(ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু একজন স্বনামধন্য নিউরোসার্জন। তিনি দেশ- বিদেশের বিভিন্ন নামী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন- শ্রী চিত্রা ইনস্টিটিউট, ত্রিবান্দ্রম (কেরল) দক্ষিণ ভারত, রাজীব গান্ধী, ক্যানসার ইনস্টিটিউট, (নিউ দিল্লী)। তিনি বিগত দু'দশকেরও বেশি ব্রেন ও স্পাইন সার্জারি, কমপ্লেক্স ব্রেন ও স্পাইনাল টিউমার সার্জারি, মিনিমালি ইনভেসিভ স্পাইন সার্জারি, শিশুদের ব্রেন ও স্পাইনের চিকিৎসা, ব্রেন স্ট্রোক সার্জারি অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে করে চলেছেন।

বর্তমানে ডাঃ পার্থ পি বিষ্ণু, RTIICS, কলকাতা- র সিনিয়র কনসালটেন্ট, নিউরো সায়েন্সেস বিভাগ।